জাতক

ইউনিট ৮

ভূমিকা

এক জন্মের কর্মফলে কেউ বুদ্ধ হতে পারেন না। বুদ্ধত্ব লাভের জন্য জন্ম-জন্মান্তরের পারমী পূরণ করে পরিশুদ্ধি অর্জন করতে হয়। সিদ্ধার্থ গৌতমকে বহু কল্পকাল নানাকুলে নানারূপে জন্মগ্রহণ করে বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সাধনা করতে হয়েছিল। প্রতিটি জন্মে তিনি 'বোধিসত্ত্ব' নামে অভিহিত হন। বোধিসত্ত্ব প্রতি জন্মে একেকটি কুশলকর্ম সম্পাদন করেন। এক কথায় বলা যায়, গৌতমবুদ্ধের বোধিসত্ত্বরূপে অতীত জন্মবৃত্তান্ত ও ঘটনাবলীসমূহ 'জাতক কাহিনী' নামে খ্যাত। জাতক পাঠে সৎ গুণাবলি অর্জন করা যায় এবং আদর্শ জীবন গঠন করা যায়। সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী, করুণাও জাগ্রত হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ পাঠ -৮.১ : জাতক পরিচিতি পাঠ -৮.২ : বিশ্ব সাহিত্যে জাতকের প্রভাব পাঠ -৮.৩ : কালকর্ণী জাতক পাঠ -৮.৪ : গৃধ্র জাতক পাঠ -৮.৫ : শীলমীমাংসা জাতক পাঠ -৮.৬ : ক্ষান্তিবাদী জাতক	'জাতক' শব্দের আর্থ হলো অতীত জন্ম বৃত্তান্ত। সিদ্ধার্থ গৌতম বহু কল্পকাল নানাকুলে নানারূপে জন্মগ্রহণ করে বোধিজ্ঞান বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সাধনা করেন। প্রতিটি জন্মে তিনি 'বোধিসত্ত্ব' নামে অভিহিত হন। পূর্বের ঐসব 'জন্ম কাহিনী' বা জন্ম বৃত্তান্তই হলো জাতক। এতে সৎ গুণাবলী ও আদর্শ জীবন গঠনের ইচ্ছা বা আকঙ্খা প্রতিভাত হয়।

পাঠ-৮.১ জাতক পরিচিতি

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জাতক কী জানতে পারবেন।
- জাতকের উৎপত্তি ও জাতকের সংখ্যা বলতে পারবেন।
- নৈতিক ও আদর্শজীবন গঠনে জাতকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বোধিসত্ত্ব, অতীত জন্মবৃত্তান্ত, সৎগুণাবলী, আদর্শজীবন, মানবিক মূল্যবোধ, শ্রদ্ধাশীল, পরমতসহিষ্ণু, শান্তি-সম্প্রীতি।

জাতক পরিচিতি

'জাত' শব্দের অর্থ হলো উৎপন্ন, উদ্ভুত ও প্রসূত। পালি-বাংলা অভিধানে জাতকের অর্থ হলো জন্ম সম্বন্ধীয় গল্প, বোধিসত্ত্বের বিভিন্ন জন্ম সম্বন্ধীয় ইতিবৃত্ত, বোধিসত্ত্ব জীবনের পূর্বকাহিনী। সুতরাং জাতক শব্দের অর্থ হলো যিনি উৎপন্ন বা জন্মলাভ করেছেন। বুদ্ধের পূর্ব জন্মবৃত্তান্ত বোঝাতেই জাতক শব্দটি ব্যবহৃত হয়। গৌতম বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনা উপলক্ষে শিষ্যদের তাঁর অতীত জন্মের কাহিনী বর্ণনা করতেন। বুদ্ধের পূর্বজন্মের ঐ সব কাহিনীগুলোকেই 'জাতক' বলা হয়।

বুদ্ধ হওয়ার পূর্বে সিদ্ধার্থ গৌতমকে বহু কল্পকাল নানাকুলে জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সাধনা করতে হয়েছিল। তখন তিনি 'বোধিসত্ত্ব' নামে খ্যাত ছিলেন। জাতকের কাহিনীগুলোতে বুদ্ধের বোধিসত্ত্ব জীবনের নানা ঘটনার বর্ণনা পাওয়া যায়। কাহিনীগুলো সৎ গুণাবলিসম্পন্ন এবং আদর্শ জীবন গঠনে সহায়তা করে। এগুলো নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ।

জাতকের সংখ্যা ৫৫০ টি। বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের পূর্বে পারমী পূরণার্থে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করেন। সেই অনুসারে ৫৫০ টি জাতক থাকার কথা। কিন্তু শ্রী ঈশান চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত জাতক গ্রন্থে মোট ৫৪৭ টি জাতক কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলো বাইশটি অধ্যায়ে বিভক্ত। কথিত আছে, ৩টি জাতক কাহিনী কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে।

নৈতিক ও আদর্শজীবন গঠনে জাতকের ভূমিকা

জাতকের সাথে নৈতিকতা শব্দটি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে রয়েছে। নৈতিক শিক্ষার অপরিহার্য বিষয় হলো জাতক। জাতকে যে নৈতিক বিষয়সমূহ পাওয়া যায় তাকে অবলম্বন করে আদর্শ জীবন ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করা যায়। নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জাতক সুত্তপিটকের খুদ্দক নিকায়ের দশম গ্রন্থ। এটি বহুমাত্রিক শিক্ষা ও নৈতিকজ্ঞানে ভরপুর। ধর্মীয় শাস্ত্রের অধীনে হলেও গুণগত বৈশিষ্ট্য ও তার প্রায়োগিকতা এবং এর বহুমাত্রিক প্রামাণিক কারণে জাতকের স্বাতন্ত্রিক গুরুত্ব রয়েছে। হাজার হাজার বছরের শিক্ষা ও সভ্যতার আকরগ্রন্থ জাতক। মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার জন্য এটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। নীতি ও উপদেশের মৌলিক আঁধার হিসেবে জাতকের খ্যাতি বিশ্বব্যপী।

জাতকের কাহিনীগুলো নৈতিক ও মানবিক শিক্ষায় সমৃদ্ধ। জাতকের অন্যতম বিশেষত্ব হলো গল্পের ছলে চারিত্রিক বিশুদ্ধতা ও উৎকর্ষ সাধন করা। বুদ্ধ কুশলকর্মের সুফল এবং অকুশলকর্মের কুফল বোঝানোর জন্য জাতকের কাহিনীগুলো বলতেন। তাই সুন্দর ও সৎ জীবন গঠনে জাতকের গুরুত্ব অপরিসীম।

জাতকের কাহিনীগুলো ধর্মের গভীর বিষয়সমূহকে সহজভাবে উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। কাহিনীগুলো হিতোপদেশমূলক। ভালো কাজে উৎসাহ যোগায়, উদার চিত্তে দান দিতে শিক্ষা দেয়। প্রাণী হত্যা, মিথ্যা বলা, চুরি করা, ব্যভিচার করা, মাদকদ্রব্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। কায়, বাক্য এবং মন সংযত করে। সম্যক জীবিকা অবলম্বনে উৎসাহ যোগায়। সমাজ থেকে জাতিভেদ প্রথা দূর করতে সহায়তা করে। ভ্রাতৃত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। পরমতসহিষ্ণু এবং পরধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিক্ষা দেয়। তাছাড়া জাতকের কাহিনী মানুষকে শিক্ষা দেয় ত্যাগ-তিতিক্ষা, শান্তি-সম্প্রীতি, মৈত্রী-করুণা এবং প্রেম ও অহিংসা। এতে বর্ণিত উপদেশ মানুষে-মানুষে সদ্ভাব ও ভ্রাতৃত্ববোধ স্থাপনে অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করে। এক কথায় বলা যায়, নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের ভূমিকা অপরিসীম। আমাদের প্রত্যেকের জাতকের শিক্ষা অনুসরণ করা অবশ্যই কর্তব্য।

সারসংক্ষেপ :

'জাত' শব্দ থেকে জাতকের উৎপত্তি। 'জাত' শব্দের অর্থ হলো উৎপন্ন ও প্রসূত। বুদ্ধের পূর্ব জন্ম-বৃত্তান্ত বোঝাতেই জাতক ব্যবহার হয়। বুদ্ধ হওয়ার আগে সিদ্ধার্থ গৌতমকে বহু কল্পকাল নানাকুলে জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সাধনা করতে হয়েছিল। সৎ এবং সুন্দর পথে পরিচালিত জীবনই হলো আদর্শজীবন। বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সিদ্ধার্থকে ৫৫০ বার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। তাই জাতকের সংখ্যা ৫৫০ টি। এর মধ্যে ৩টি জাতক কাহিনী কালে গর্ভে হারিয়ে যাওয়ায় মোট ৫৪৭ টি জাতক কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। 'জাতক' শব্দের অর্থ হলো যিনি উৎপন্ন বা-

ক. সুখ লাভ করেছেন
খ. জন্মলাভ করেছেন
গ. আনন্দ লাভ করেছেন
ঘ. দুঃখ প্রাপ্ত হয়েছেন

২। 'বোধিসত্ত' প্রতিটি জন্মে-

ক. কুশলকর্ম সম্পাদন করতেন
খ. মন্দকর্ম সম্পাদন করতেন
গ. চিত্রকর্ম সম্পাদন করতেন
ঘ. সামাজিক কর্ম সম্পাদন করতেন

উত্তরমালা : ১. খ, ২. ক

পাঠ-৮.২ বিশ্বসাহিত্যে জাতকের প্রভাব

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সাহিত্য হিসাবে জাতকের মূল্যায়ন করতে পারবেন।
- বিশ্বসাহিত্যে জাতকের প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**চিরন্তন উৎস, বৃহৎ কথা, কথাসরিৎ সাগর, জৈনদের কথাকোষ, পঞ্চতন্দ্র, কুক্কুর ও প্রতিবিম্ব, আরব্য উপন্যাস, ঈশপের গল্প।**

পালি সাহিত্যে বুদ্ধের পূর্বজন্ম বা জন্ম-জন্মান্তরের জীবন কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহই 'জাতক' নামে পরিচিত। জাতকে বুদ্ধের সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে গল্প-উপন্যাস ও নাটক প্রভৃতি রচনার 'চিরন্তন উৎস' হিসেবে জাতকের ভূমিকা অপরিসীম।

জাতকের রচনাকাল সম্পর্কে কোথাও সুনির্দিষ্ট কোনো উল্লেখ নেই। তবে গ্রন্থের অভ্যন্তরীণ বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করলে অনুমান হয় যে, জাতকের রচনাকাল খ্রীষ্ট জন্মের ৩৭০ বৎসরের পূর্বে। তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি শেষে সম্রাট অশোক ভারত উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে এবং তার পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ধর্মদূত প্রেরণ করেন। ধর্মদূতগণের মাধ্যমে ত্রিপিটক ভারতবর্ষের সীমা ছাড়িয়ে পার্শ্ববর্তী বহু দেশে পৌঁছায়। জাতক যেহেতু ত্রিপিটকের অংশ, সেহেতু ত্রিপিটকের সাথে জাতক ক্রমে দেশ দেশান্তরে পরিব্যাপ্ত হয়। বৌদ্ধধর্মের সাথে সাথে জাতকও প্রাচ্য-মধ্যপ্রাচ্য হয়ে প্রতীচ্যে গিয়ে পৌঁছে। যার ফলে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের কাছে বৌদ্ধ সাহিত্য ও ধর্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠে।

পারস্য রাজসভায় ভারতীয় পণ্ডিত ও গ্রীক দার্শনিকদের আনাগোনা ছিল। জাতকের অনেক পরে বৃহৎ কথা, পঞ্চতন্ত্র, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি গ্রন্থ সংকলন করা হয়। বৃহৎকথা রচিত হয়েছিল খ্রিষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে। সোমদেব এই 'বৃহৎকথা' অবলম্বন করে রচনা করেছিলেন 'কথাসরিৎ সাগর'। জাতকের অনেক উপ্যখ্যান এতে সংকলিত হয়েছিল। এই গ্রন্থে বেতাল পঞ্চবিংশতির শিবিরাজ ও বাসবদত্তার কথা এবং চুল্লশ্রেষ্ঠী জাতকের উল্লেখ রয়েছে। সোমদেব জাতক থেকে এগুলো অবিকল গ্রহণ করেছেন এমনটি অনুমান করা যায়।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত 'সিংহাসনদ্বাত্রিংশিকা', 'শুক সপ্ততি' ও জৈনদের 'কথা কোষে' জাতকের প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম ও ৪র্থ শতাব্দীর গ্রীক সাহিত্যে জাতকের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ডেমক্রিটাস বর্ণিত 'কুক্কুর ও প্রতিবিম্ব' আর প্লেটো বর্ণিত 'সিংহ চর্মাচ্ছাদিত গর্দভের' গল্প বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এ দুটি উপাখ্যানই জাতকের অংশ।

নানা কারণে ভারতবর্ষের লোকের সাথে মিশরের অধিবাসীদের মেলামেশা হয়েছিল। ফলে এদেশীয় অনেক গল্প তাদের মধ্যে প্রভাবিত হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমকরা সেগুলোকে কৈবিসেস বা কাশ্যপ রচিত বলে লিপিবদ্ধ করেন। ঐসব প্রচলিত প্রাচ্যের কথাকাহিনী অবলম্বন করে খ্রিষ্টীয় ২য় শতাব্দীতে নিকস্ট্রেটাস এক কথাকোষ রচনা করেন এবং বেশ কিছু পরে বেব্রিয়াস নামে একজন রোমক লেখক গ্রীক ভাষায় আরেকটা কাব্যে 'ঈশপ' প্রণয়ন করেন। এগুলো জাতকের ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। বেব্রিয়াস প্রভৃতি রচয়িতারা যে প্রাচ্যের আর্দশে কথাগুলো রচনা করেছিলেন তার প্রমাণ প্রত্যেক

কথাকোষে তার উপদেশ ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তা জাতকের গল্পেই পাওয়া যায়। উপরন্তু 'ঈশপের কথার' বেশ কিছু গল্প হুবহু জাতকেরই গল্প।

রাধা জাতকের মতো কয়েকটা জাতক যে আরব্য উপন্যাসে সংযোজিত হয়েছে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। আরববাসীদের সংস্পর্শে এসে নিগ্রোরাও জাতক কথা শিখেছে। দক্ষিণ কারোলিনার নিগ্রো শিশুরা রিমাস কাকার যে গল্প শোনে, সেটা 'শ্লেষরোম জাতক' ছাড়া আর কিছু নয়।

মহাকবি চসার 'বেদম্ভ জাতক' অবলম্বনে রচনা করেছেন 'পার্ডোনার্স টেল'। বলা যায়, জাতক কেবল বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র নয়, এটি সার্বজনীন সাহিত্য শাস্ত্র। এটি বিশ্বময় সাহিত্য হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এক কথায় বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনার চিরন্তন উৎস হিসাবে জাতকের ভূমিকা অপরিসীম। এ কারণে জাতককে প্রাচীন ইতিহাসের অনন্য উৎস বলা হয়।

সারসংক্ষেপ :

বুদ্ধের পূর্বজন্মের জীবন কাহিনীর ঘটনাপ্রবাহই 'জাতক' নামে পরিচিত। জাতকে বুদ্ধের সমকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার বহু তথ্য পাওয়া যায়। জাতকের ভূমিকা এখানে সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বসাহিত্য ভাণ্ডারে গল্প উপন্যাস, নাটক প্রভৃতি রচনার 'চিরন্তন উৎস' হিসাবেও জাতকের ভূমিকা অপরিসীম। এ কারণে জাতককে প্রাচীন ইতিহাসের অনন্য উৎস বলা হয়। ধারনা করা হয়, জাতকের রচনাকাল খ্রিষ্ট জন্মের ৩৭০ বৎসরের পূর্বে। কোনো কোনো পণ্ডিতের মতে জাতকের রচনাকাল মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারতের চেয়েও প্রাচীন। প্রাচীন মিশর, গ্রীক ও রোমানদের অনেক গল্পে জাতকের গল্পের অনুকরণ দেখা যায়। খ্রিষ্টানদের 'ঈষপের কথার' বেশ কিছু গল্প হুবহু জাতকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। আরববাসীদের সংস্পর্শে এসে নিগ্রোরাও জাতককথা শিখেছে। রাধা জাতকের মতো কয়েকটা জাতক আরব্য উপন্যাসে সংযোজিত হয়েছে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। এ থেকে ধারণা করা হয় জাতক কেবল বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র নয়, জাতকের বাণী সার্বজনীন। এটি বিশ্বময় সাহিত্য হিসাবে সর্বত্র গৃহীত হয়েছে। যুগে যুগে বিশ্বসাহিত্যিকরা জাতক কাহিনীগুলো অবলম্বন করে গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করছেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। মহাকবি চসার কোন গল্প অবলম্বনে 'পার্ডোনাস টেল' রচনা করেছে?

ক. শীলমীমাংসা জাতক খ. ঘট জাতক
গ. শুক জাতক ঘ. বেদম্ভ জাতক

২। নিগ্রো শিশুরা রিমাস কাকার যে গল্প শোনে তা-

ক. শ্লেষ রোম জাতক খ. সিংহ চম্ম জাতক
গ. মশক জাতক ঘ. বৃহৎ কথা

উত্তরমালা : ১. ঘ, ২. ক

পাঠ-৮.৩ কালকর্ণী জাতক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- চরিত্রের গুণাবলির ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- বন্ধু কাকে বলে জানতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**বারাণসীরাজ, ব্রহ্মদত্ত, বুদ্ধিমত্তা, চরিত্রের গুণাগুণ, সখা, জ্ঞাতির মর্যাদা, মিত্র।**

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব একজন বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী ছিলেন। কালকর্ণী নামে তাঁর এক মিত্র ছিল। শৈশবে সে বোধিসত্ত্বের খেলাধূলার সাথী ছিল। এক সময় কালকর্ণী সহায়-সম্বলহীন হয়ে বোধিসত্ত্বের কাছে আশ্রয় নেন। বোধিসত্ত্ব বেতন দিয়ে তাকে নিজের সম্পত্তি ও বাড়িঘরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। সেই থেকে কালকর্ণী তার কর্মচারী হিসেবে কাজ করতে লাগল।

কালকর্ণী বোধিসত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। বোধিসত্ত্ব সব সময় কালকর্ণীকে বিভিন্ন কাজ করাতেন। অন্য বন্ধুরা একদিন বোধিসত্ত্বকে একা ডেকে বললেন, আপনার ওই বন্ধুর কালকর্ণী নাম ভালো লাগে না। ওই নাম শুনলে যম পর্যন্ত পালিয়ে যায়। লোকটি আপনার সঙ্গে থাকার উপযুক্ত নয়। চালচুলোহীন একটি লোককে আপনি বড় বেশি সম্মান দিচ্ছেন। কালকর্ণী শব্দের অর্থ যেমন অলক্ষ্মী তেমনি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে আপনার ঘরে অলক্ষ্মী বাসা বাঁধছে। বোধিসত্ত্ব তাঁদের বললেন, নাম দিয়ে কী আসে-যায়। নাম দিয়ে কারও চরিত্রের গুণাগুণ মাপা যায় না। কাজেই ওর নাম শুনলেই অমঙ্গল হবে এ ধারণা ঠিক নয়। আমি নামের জন্য আমার বাল্যবন্ধুকে ত্যাগ করি কীভাবে?

শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্বের একটি ভোগ গ্রাম ছিল। অর্থাৎ তাঁর ভোগের জন্য রাজা গ্রামটি তাঁকে দান করেছিলেন। বোধিসত্ত্ব একদিন কাজ উপলক্ষে সেই গ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানে তাঁকে এক রাত থাকতে হবে। তাই তিনি বাড়ি পাহারা দেওয়ার দায়িত্ব কালকর্ণীর হাতে দিয়ে গেলেন। এই সুযোগে ডাকাতরা ভাবল, এখন শ্রেষ্ঠী বাড়িতে নেই। রাতে আমরা তাঁর বাড়ি লুঠ করব। এই ভেবে তারা বোধিসত্ত্বের বাড়ি ঘেরাও করল। কালকর্ণীর সন্দেহ হলো, রাতে ডাকাতেরা আসতে পারে। তাই সে বাড়ির লোকজনদের ডেকে, 'ঢাক-ঢোল বাজাও, শাঁখ বাজাও' বলে বাড়ি তোলপাড় করে তুলল। বাড়ির চাকরসহ সবাই মিলে চিৎকার শুরু করল। তাই শুনে ডাকাতেরা ভাবল, বাড়িতে শ্রেষ্ঠী নেই একথা ঠিক নয়। বাড়িতে অনেক লোক আছে। নইলে এত হৈ চৈ চিৎকার কেন? বোধ হয় শ্রেষ্ঠী ফিরে এসেছেন। এই ভেবে ভয়ে তারা লাঠি-সোটা, অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেল।

পরদিন ডাকাতদের ফেলে যাওয়া অস্ত্র-শস্ত্র দেখে সবাই বুঝতে পারল, গতরাতে ডাকাত দল এসেছিল। তখন লোকেরা কালকর্ণীর বুদ্ধির খুব প্রশংসা করল। তার জন্য বোধিসত্ত্বের ধনসম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে-লোকেরা এরূপ বলাবলি করতে লাগল। বোধিসত্ত্ব গ্রাম থেকে ফিরে এসে সব কথা শুনলেন। তখন তিনি বাড়ির লোকদের ও বন্ধুদের বললেন, তোমরা আমার বন্ধু কালকর্ণীকে তাড়িয়ে দিতে বলেছিলে। যদি তোমাদের কথামতো আমার বন্ধুকে তাড়িয়ে দিতাম তাহলে আজ আমার সব হারাতাম। পথের ভিখারি হয়ে যেতাম। নামের গুণে মানুষ ভালো হয় না, মানুষের আসল গুণ থাকে হৃদয়ে।
তারপর শ্রেষ্ঠী বোধিসত্ত্ব কালকর্ণীর বেতন বাড়িয়ে দিলেন এবং একটি গাথা ভাষণ করলেন। সেই গাথার অর্থ হলো -

কারও সঙ্গে সাত পা হাঁটলে তাকে বন্ধু ডাকা যায়। বার দিন একসাথে থাকলে তাঁকে সখা করে নেওয়া যায়। পনের দিন বা একমাস একসাথে কাটালে তাঁকে জ্ঞাতির মর্যাদা দেওয়া যায়। তারও বেশিদিন একসাথে থাকলে তাঁকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা যায়। আর কালকর্ণী আমার ছেলেবেলার বন্ধু। নিজের সুখের জন্য ছেলেবেলার বন্ধুকে কী আমি দূরে ঠেলে দিতে পারি?

উপদেশঃ বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা হয়।

সারসংক্ষেপ :

পুরাকালে বোধিসত্ত্ব একজন বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁর কালকর্ণী নামে এক শৈশবের বন্ধু ছিল। একসময় কালকর্ণী সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়ায় বোধিসত্ত্ব তাকে বেতন দিয়ে নিজের সম্পত্তি ও বাড়িঘরের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। কালকর্ণীর প্রতি বোধিসত্ত্বের ভালবাসা দেখে অন্য বন্ধুরা হিংসুটে হয়ে পড়ে। তারা বোধিসত্ত্বকে কালকর্ণীর নামে নানা বিরূপ মন্তব্য করতে লাগলো। কিন্তু বোধিসত্ত্ব বন্ধুদের কথায় কর্ণপাত করতেন না। একদিন কার্যোপলক্ষে বোধিসত্ত্ব এক গ্রামে গিয়েছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতে ডাকাতরা বাড়ি লুট করার উদ্দেশ্যে বাড়ি ঘেরাও করল। কালকর্ণী ডাকাতদের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বাড়ির লোকজনদের ডেকে ঢাক-ঢোল, শাঁখ প্রভৃতি বাজাতে লাগলো। এতে ডাকাতরা বাড়িতে অনেক লোকের উপস্থিতি বুঝতে পেরে তাদের লাটি-সোটা, অস্ত্র-শস্ত্র ফেলে পালিয়ে গেল। বোধিসত্ত্ব গ্রাম থেকে ফিরে এসে সব শুনে কালকর্ণীর বুদ্ধির প্রশংসা করলেন। কারণ তার বুদ্ধিমত্তার জন্যে বোধিসত্ত্বের ধন-সম্পত্তি রক্ষা পেয়েছে। এরপর বোধিসত্ত্ব তাঁর অন্যান্য বন্ধুদের ডেকে বুঝিয়ে দিলেন, কারো সাথে সাত পা হাঁটলেই বন্ধু ডাকা যায়। কালকর্ণী তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু। বিপদের সময় সে বন্ধুর ধন-সম্পদ রক্ষা করে বন্ধুত্বের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। কালকর্ণী ছিল বোধিসত্ত্বের-

ক. মন্ত্রী খ. সেনাপতি

গ. ছেলেবেলার বন্ধু ঘ. যৌবনের বন্ধু

২। এক সাথে কয়দিন কাটালে সখা করে নেয়া যায়?

ক. একমাস খ. পনের দিন

গ. বার দিন ঘ. দশ দিন

উত্তরমালা : ১. গ, ২. গ

পাঠ-৮.৪ গৃধ্র জাতক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৃদ্ধ বাবা-মায়ের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সততার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**বোধিসত্ত্বরূপী গৃধ্র, শ্রদ্ধাশীল, চরম বিপদ, মাতৃ-পিতৃ ভক্তি, শ্রদ্ধাশীল, সত্যবাদিতা।**

পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব গৃধ্র বা শকুন হয়ে জন্মেছিলেন। বড় হওয়ার পর তিনি বুড়ো মা-বাবাকে দেখাশোনা করার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতেন। এক পর্বতের ওপর শকুনদের নির্জন গুহায় তাঁরা থাকতেন। বোধিসত্ত্ব বারাণসীর শ্মশান থেকে মৃত গরুর মাংস এনে মা ও বাবাকে খাওয়াতেন। সেই শ্মশানে এক ব্যাধ মাঝে মাঝে শকুন ধরার জন্য ফাঁদ পেতে রাখত। একদিন বোধিসত্ত্ব সেখানে মৃত গরুর মাংস খুঁজতে গেলেন। শ্মশানে ঢুকতেই তিনি ফাঁদে আটকে পড়লেন। তখন তিনি ভাবলেন, আমি ফাঁদে আটকে গেলাম এজন্য আমার চিন্তা নেই, কিন্তু আমার বুড়ো মা-বাবাকে কে খাওয়াবে? কেমন করে তাঁরা জীবন বাঁচাবে? খেতে না পেলে তাঁরা পর্বতের গুহায় মারা যাবে।

এরূপ চিন্তা করার পর বিলাপ করতে করতে তিনি বললেন, ''নিষ্ঠুর ব্যাধের ফাঁদে আমি আটকে পড়েছি। আমার আর উদ্ধার পাওয়ার আশা নেই। কিন্তু আমার বুড়ো মা-বাবার কী হবে? তাঁদের দুর্দশা কে ঘুচাবে?"

গৃধের এই বিলাপ শুনে ব্যাধ উত্তরে বললেন, ''কী দুঃখ তোমার, কিসের দুর্দশা? পাখি হয়েও মানুষের মতো ভাষায় এভাবে কথা বলতে আমি কাউকে দেখিনি। এ যে ভারি অদ্ভুত ব্যাপার!"
গৃধ্র পুনরায় তাকে বললেন,

''আমার মা-বাবা খুব বৃদ্ধ। আমি তাঁদের ভরণ-পোষণ করি। কিন্তু এখন আমি তোমার ফাঁদে বন্দি। কে এখন তাঁদের দেখাশোনা করবে?"

ব্যাধ পুনরায় উত্তরে বললেন,
''শকুনরা আকাশের অনেক উপর থেকেও মরা প্রাণী দেখতে পায়। কিন্তু তুমি কেন তা দেখতে পেলে না? কী তার কারণ?"
গৃধ্র পুনরায় উত্তর দিলেন,

''আয়ু শেষ হলে জীবগণ কাছের জিনিসও দেখতে পায় না। আমি সে রকম এই ফাঁদ দেখতে পাইনি।" তখন ব্যাধ তাকে বললেন,''তুমি নিজের জন্য না ভেবে বুড়ো মা-বাবার কথা ভাবছ দেখে আমি মুগ্ধ। সেজন্য তোমাকে আমি ফাঁদ থেকে মুক্তি দিলাম। তুমি নির্ভয়ে চলে যাও, মা-বাবার সেবা করো।" গৃধ্র ব্যাধের এই সহৃদয় কথা শুনে তাকে বললেন, ''তুমি ব্যাধ হয়েও দয়াবান। এজন্য তোমার মঙ্গল হোক। আত্মীয়দের সঙ্গে তুমিও সুখী হবে। আমি আমার বুড়ো মা-বাবার কাছে চললাম।"

বোধিসত্ত্বরূপী গৃধ্র মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ব্যাধকে ধন্যবাদ দিলেন। তারপর শ্মশান থেকে মুখে করে মাংস নিয়ে মা-বাবার কাছে চলে গেলেন।

উপদেশঃ মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সত্যবাদীরা চরম বিপদ থেকে রক্ষা পান।

সারসংক্ষেপ :

পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শকুন বা গৃধ্র হয়ে জন্মেছিলেন। পর্বতের উপর এক নির্জন গুহায় তিনি বুড়ো মা-বাবার দেখা-শোনা করতেন। তিনি শ্মশান থেকে মৃত গরুর মাংস এনে মা-বাবাকে খাওয়াতেন। একদিন বোধিসত্ত্ব শ্মশানে ব্যাধের পাতা ফাঁদে আটকা পড়লেন। আটকা পড়ে তিনি তাঁর অবর্তমানে বুড়ো মা-বাবার দুর্দশার কথা চিন্তা করে বিলাপ করতে লাগলেন। তাঁর বিলাপ শুনে ব্যাধ ভারি অবাক হয়। গৃধ্রকে মানুষের ভাষায় বিলাপ করতে দেখে সে তাঁর দুর্দশার কারণ জিজ্ঞেস করল। বোধিসত্ত্ব তার মা-বাবার সব কথা ব্যাধকে জানালেন। তিনি তাঁর নিজের কথা না ভেবে বুড়ো মা-বাবার জন্য ভাবছেন দেখে ব্যাধ খুশি হয়ে বোধিসত্ত্বকে মুক্ত করে দিলেন। বোধিসত্ত্বরূপী গৃধ্র মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে ব্যাধকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে মা-বাবার সেবা করতে চলে গেলেন। মা-বাবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সত্যবাদীরা চরম বিপদ থেকেও রক্ষা পেল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। ফাঁদে আটকা পড়ে গৃধ্র কার জন্যে বিলাপ করছিল?

ক. টাকা-পয়সার জন্য খ. বন্ধুর জন্য

গ. বুড়ো মা-বাবার জন্য ঘ. বাড়ি-ঘরের জন্য

২। মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গৃধ্র-

ক. ব্যাধকে ধন্যবাদ দিলেন খ. খুশিতে নাচতে লাগলেন

গ. আহারে মনোযোগ দিলেন ঘ. গান গাইতে লাগলেন

উত্তরমালা : ১. গ. ২. ক

পাঠ-৮.৫ শীল মীমাংসা জাতক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শীলপালনের মাহাত্ম্য জানতে পারবেন।
- চরিত্রগুণের যোগ্যতা নিরূপণ করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	বংশমর্যাদা, ধনপাল, ধনভাণ্ডার, শীলধর্ম, চরিত্রবান।

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বের সময় বোধিসত্ত্ব রাজার পুরোহিত ছিলেন। তিনি নানাবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। দান দিতেন এবং যথা নিয়মে পঞ্চশীল পালন করতেন। এজন্য রাজা অন্য সব ব্রাহ্মণের চাইতে তাঁকে বেশী সম্মান করতেন। একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবতে লাগলেন, রাজা আমাকে অন্যান্য ব্রাহ্মণের চাইতে বেশী সম্মান করেন। তিনি আমাকে এতো শ্রদ্ধা করেন যে নিজের গুরু হিসেবে বরণ করেছেন। এখন আমাকে দেখতে হবে, রাজা আমাকে এতো শ্রদ্ধা ও অনুগ্রহ কেন করেন? আমি এতো অনুগ্রহ পাচ্ছি সেটা কি আমার বংশমর্যাদা ও বিদ্যাশিক্ষার জন্য? নাকি আমার চরিত্রের জন্য?

একদিন বোধিসত্ত্ব রাজার সঙ্গে দেখা করে বাড়ীতে ফিরবার সময় রাজার ধনপালের ধনভাণ্ডার থেকে একটি মুদ্রা বা কাহণ তুলে নিলেন। তিনি রাজার পুরোহিত ছিলেন বলে ধনপাল তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। ধনপাল তাই দেখতে পেয়েও কিছু বললেন না।

পরদিন ব্রাহ্মণ একই ভাবে ধনপালের ধনভাণ্ডার থেকে দুই মুদ্রা বা কাহণ চুরি করলেন। সেদিনও ধনপাল দেখেও কিছু বললেন না। তৃতীয় দিনও ব্রাহ্মণ একমুঠো মুদ্রা বা কাহণ তুলে নিলেন। তখন ধনপাল চিৎকার করে বলে উঠলেন, মহাশয়! আজ পর্যন্ত পরপর তিনদিন আপনি রাজার ধন চুরি করছেন। তারপরই আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠলেন, চোর ধরেছি, রাজার সম্পদ চোরকে ধরেছি।

চিৎকার শুনে চারদিক থেকে অনেক লোকজন ছুটে এলো। তারা সবাই বোধিসত্ত্বকে বলতে লাগল, তুমি কেমন ঠাকুর, তুমি না এতোদিন নিজেকে শীলবান বলে পরিচয় দিতে? চল, তোমায় রাজার কাছে নিয়ে যাই। এই বলে তারা সকলে বোধিসত্ত্বকে দড়ি দিয়ে বেঁধে উত্তম মধ্যম দিয়ে রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাজা সব শুনে দুঃখ প্রকাশ করে তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ব্রাহ্মণ! তুমি একাজ কেন করলে'? বোধিসত্ত্ব বললেন, আমি চোর নই মহারাজ।
রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, চোর নও তো এই খারাপ ও লজ্জার কাজ করলে কেন?

তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, ভাবলাম, রাজা আমাকে যে সম্মান দেন তা আমার বংশমর্যাদার জন্য, নাকি চরিত্রগুণের জন্য তা একবার পরীক্ষা করে দেখি। তাই আমি এটা পরীক্ষা করার জন্য ধনপালের ধনভাণ্ডার হতে মুদ্রা বা কাহণ তুলে নিয়েছি। এখন বুঝতে পারলাম চরিত্রের জন্যই আমার এতো সম্মান, বংশমর্যাদা বা বিদ্যাশিক্ষার জন্য নয়। পথে আসার সময় দেখলাম সর্পরা শীলবান হতে পারে।

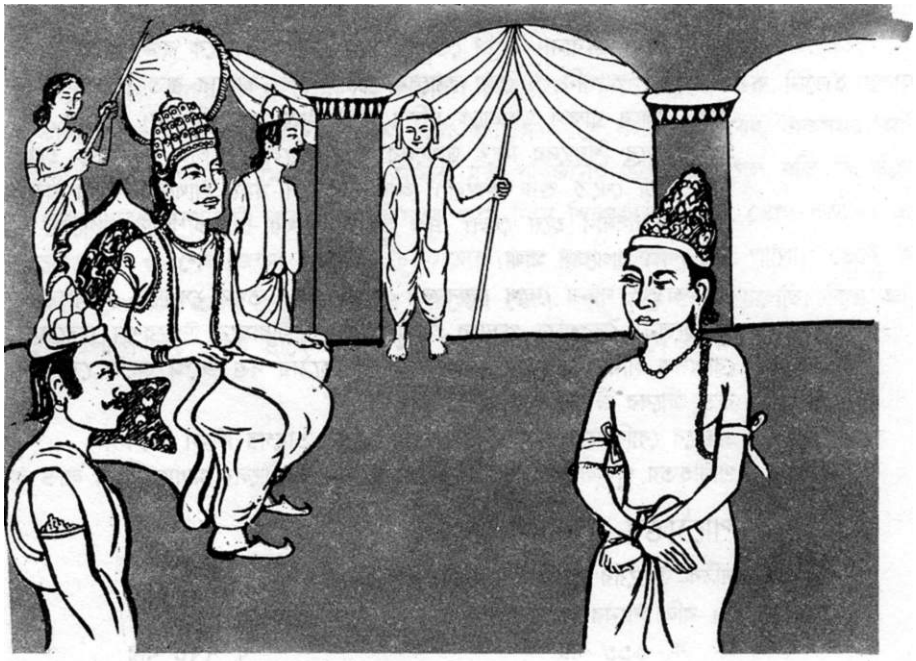

বিচারালয়ে হাতবাঁধা অবস্থায় বোধিসত্ত্ব। পাশে রাজা ও সভাসদ

যাওয়ার পথে ব্রাহ্মণ দেখলেন, সাপুড়েরা সাপের খেলা দেখাচ্ছে। সাপুড়েরা এক একটা সাপের লেজ ধরে, মুখ ধরে নিজেদের গলায় জড়াচ্ছে। এসব দেখে বোধিসত্ত্ব সাপুড়েদের বললেন, ওহে সাপুড়ে! সাপটাকে ওভাবে ধরো না। গলায় ও ভাবে জড়িয়ে নিও না। হঠাৎ কামড় দিতে পারে। সাপের কামড়ে তোমার মৃত্যু হবে। সাপুড়ে তখন বলল, আমাদের সাপ শীলবান। ও আচরণ জানে। তারা তোমার মতো খারাপ কাজ করে না। তুমি রাজার সম্পদ চুরি করেছ আর তাই এরা তোমায় বেঁধে রাজার কাছে ধরে নিয়ে যাচ্ছে।

একথা শুনে বোধিসত্ত্ব ভাবলেন-সাপ যদি না কামড়ায় বা আঘাত না করে, তাহলে সবাই তাকে শীলবান বলে। আর মানুষ হলে তো কথাই নেই। ইহলোকে শীলই সর্বশ্রেষ্ঠ, তার চাইতে উৎকৃষ্ট আর কিছু নেই। সুতরাং আমি এখন হতে শীলবান হবো এবং চিরদিন নিষ্ঠার সঙ্গে শীল পালন করব। বোধিসত্ত্ব আবার রাজাকে বললেন, মহারাজ! আমি বুঝতে পেরেছি জীবনে শীল সবচেয়ে উত্তম বস্তু। কিন্তু গৃহে থেকে বিষয় ভোগে রত হয়ে কিছুতেই প্রকৃত শীলবান বা চরিত্রবান হতে পারবো না। তাই আমি স্থির করেছি, আমি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে গমন করব।
একটি গাথার মাধ্যমে শীলধর্ম ব্যাখ্যা করার পর তিনি রাজার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রার্থনা করেন। রাজা তাঁকে অনুমতি দান করলে বোধিসত্ত্ব তখনই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে গমন করলেন।
উপদেশঃ শীলবান ব্যক্তি সর্বত্র পূজিত হয়।

সারসংক্ষেপ :

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে একবার বোধিসত্ত্ব রাজার পুরোহিত ছিলেন। তিনি নিয়মিত দান এবং পঞ্চশীল পালন করতেন। তাঁর নানাবিধ পুণ্যকাজের জন্য রাজা তাঁকে অন্যসব ব্রাহ্মণদের চেয়ে বেশি সম্মান করতেন। বোধিসত্ত্ব

তাঁর এই সম্মানের কারণ নিয়ে চিন্তিত হলেন। কারণ জানার জন্য তিনি বাড়িতে ফেরার সময় প্রতিদিন রাজার ভাণ্ডার থেকে মুদ্রা বা কাহণ চুরি করতে লাগলেন। ধনপাল দেখেও না দেখার ভান করতো। তৃতীয় দিনে ধনপাল বোধিসত্ত্বকে চুরির সময় হাতে-নাতে ধরে ফেললেন। তাঁকে উত্তম-মধ্যম প্রদান করে রাজার কাছে নিয়ে আসা হল। রাজা সব শুনে মর্মাহত হলেন। তিনি বোধিসত্ত্বের মতো শীলবান ব্যক্তির চুরির কারণ জানতে চাইলেন। বোধিসত্ত্ব রাজাকে জানালেন, রাজা তাঁকে যে সম্মান দেন সেই সম্মান তাঁর বংশমর্যাদার জন্য নাকি চরিত্রগুণের জন্য তা পরীক্ষা করার জন্যই তিনি কাহণ চুরি করেছেন। তিনি আসার পথে দেখতে পেলেন সাপুড়েরা সাপের লেজ ধরে, মুখ ধরে, গলায় জড়িয়ে খেলা দেখাচ্ছে। বোধিসত্ত্ব সাপুড়েদের ওভাবে খেলা দেখানোর নিষেধ করাতে তারা উত্তর দিল, তাদের সাপ শীলবান, সে কামড়াবেনা। একথা শুনে বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন, তাঁর চরিত্র গুণেই তিনি রাজার কাছ থেকে সম্মান পেয়েছিলেন। তিনি আরো বুঝতে পারলেন, শীলই সবচেয়ে বড় গুণ। অতপর তিনি রাজার অনুমতিক্রমে প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক হিমালয়ে গমন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১। বোধিসত্ত্ব রাজার ভাণ্ডার থেকে কী চুরি করতেন?

ক. সোনা-রূপা খ. কাপড়-চোপড়

গ. খাদ্য দ্রব্য ঘ. কাহণ

২। সাপ শীলবান হলে কখনো-

ক. নাচতে পারবে না খ. কামড়াতে পারবে না

গ. ধরতে পারবে না ঘ. কাঁদতে পারবে না

উত্তরমালা : ১. ঘ ২. খ

পাঠ-৮.৬ ক্ষান্তিবাদী জাতক

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ক্রোধ-এর পরিণতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ক্রোধকে জয় করার ক্ষান্তি অনুশীলন করতে পারবেন।

মুখ্য শব্দ (Key Words)	**তক্ষশিলা, ধর্মকথা, সন্ন্যাসী, অক্ষুব্ধ, ক্ষান্তি, হৃদয় গভীরে, ক্রোধহীনতা।**

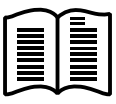

পুরাকালে বারাণসীতে কলাবু নামে এক রাজা ছিলেন। সে সময় বোধিসত্ত্ব প্রচুর সম্পদশালী এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল কুণ্ডল কুমার। তক্ষশিলায় তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বিপুল ধন সম্পত্তি দেখে ভাবলেন, আমার পূর্বপুরুষরা এ বিপুল সম্পদ সঞ্চয় করেছে। তারা এর সামান্যই ভোগ করতে পেরেছে। আমিও এর সামান্য ভোগ করতে পারবো। সময় হলে আমাকেও তাদের মতো মৃত্যু বরণ করতে হবে। তারপর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, দান পাওয়ার উপযোগী ব্যক্তিদের পরিমাণ মতো দান দেবেন। এক সময়ে সব সম্পদ নিঃশেষিত করে তিনি গৃহত্যাগ করে চলে গেলেন হিমবন্তে। সেখানে গ্রহণ করলেন প্রব্রজ্যা। বনের ফলমূল খেয়ে জীবনধারণ করতে লাগলেন।

কিছুদিন হিমবন্তে বসবাসের পর বোধিসত্ত্ব লবণ ও অম্ল সংগ্রহের জন্য হিমবন্ত হতে লোকালয়ে নেমে এলেন। বিভিন্ন জনপদে ঘুরে বেড়ানোর পর একদিন রাজ উদ্যানে উপস্থিত হলেন। সেখানে রাত্রিযাপন করে পরদিন ভিক্ষার জন্য নগরে প্রবেশ করলেন। তিনি প্রথমে রাজার সেনাপতির গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। তাঁর আচার-আচরণ দেখে সেনাপতি খুশি হয়ে তাঁকে গৃহের ভিতরে নিয়ে তাঁর বসবাসের ব্যবস্থা করলেন।

একদিন রাজা কলাবু আনন্দ উৎসব করার জন্য উদ্যানে এসে হাজির হলেন। বিপুল আয়োজনে শুরু হল আনন্দ উৎসব। কিন্তু সুরাপানে মত্ত রাজা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়লেন। সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনকারীরা ভাবল, যার জন্য সংগীত ও নৃত্য তিনি যখন নিদ্রাচ্ছন্ন, কী প্রয়োজন নৃত্যগীতে। তারা সব কিছু ফেলে রেখে রাজউদ্যানে তাদের খেলায় মত্ত হল। বোধিসত্ত্ব তখন এক ফুলফোটা শাল গাছের মূলে বসে প্রব্রজ্যা সুখ উপভোগ করছেন। গীত ও সংগীত পরিবেশনকারীরা ঘুরতে ঘুরতে তাঁকে দেখে সবাই সেখানে হাজির হল। তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল, চল, ঐ সন্ন্যাসীর নিকট ধর্মকথা শুনি। এরূপ বলে তারা সকলে বোধিসত্ত্বের কাছে এসে বসলো। তাঁকে প্রণাম করে ঘিরে বসলো।
বোধিসত্ত্ব তাদের ধর্মকথা শোনাতে লাগলেন।

বোধিসত্ত্ব নৃত্য-গীত পরিবেশনকারীদের ধর্মকথা শুনাচ্ছেন

এদিকে জেগে উঠে রাজা দেখেন তার আশেপাশে কেউ নেই। তারা কোথায় গেছে প্রশ্নের উত্তরে রাজা যখন জানতে পারলেন যে এক তপস্বীকে ঘিরে সবাই বসে আছে।
তখন তিনি ভীষণ রেগে গেলেন। ভণ্ড তপস্বীকে শাস্তি দেবো-বলে খড়্গ হাতে ছুটে গেলেন। তখন কয়েকজন তাঁর হাত থেকে খড়্গ কেড়ে নিয়ে রাগ থামালো। রাজা বোধিসত্ত্বের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, শ্রমণ! তুমি কোন্ মতাবলম্বী?

বোধিসত্ত্ব উত্তর দিলেন-মহারাজ! আমি ক্ষান্তিবাদী। রাজা আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ক্ষান্তি কাকে বলে। বোধিসত্ত্ব বললেন, লোকে গালি দিলে, প্রহার ও অপমান করলে, মনের যে অক্রুদ্ধ ভাব, তাকেই বলে ক্ষান্তি। রাজা বললেন, ঠিক আছে, এখনই দেখা যাবে তোমার ক্ষান্তি আছে কিনা।

একথা বলে রাজা ঘাতককে ডেকে পাঠালেন। ঘাতক চাবুক নিয়ে হাজির হল। কী করতে হবে জানতে চাইলো।
রাজা আদেশ দিলেন-এই দুষ্ট তপস্বী চোর। একে মাটিতে ফেলে দুই হাজার বার চাবুক মার। ঘাতক তাই করলো। বোধিসত্ত্বের চামড়া ছিঁড়ে গেল, মাংস ছিঁড়ে গেল। সর্বাঙ্গে রক্তস্রোত বয়ে যেতে লাগলো। তখন রাজা আবার তাঁকে প্রশ্ন করলেন-কি হে তাপস, এখন তুমি কোন বাদী বল তো?
বোধিসত্ত্ব বললেন, মহারাজ! আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভেবেছেন আমার চামড়ার নীচে বুঝি ক্ষান্তি আছে। কিন্তু ক্ষান্তি আমার সেখানে নেই। এটা আমার হৃদয়ের গভীরে প্রতিষ্ঠিত। আপনার সাধ্য নেই তা দেখার।
ঘাতক জানতে চাইলো- এখন কী করবো মহারাজ?
রাজা তখন ঘাতককে আদেশ দিলেন- ভণ্ড তপস্বীর হাত দুটো কেটে ফেল।
ঘাতক তাই করলো। প্রবল বেগে বোধিসত্ত্বের প্রত্যঙ্গ থেকে রক্ত বের হতে লাগলো।
এখন তুমি কোন বাদী? আবার রাজা প্রশ্ন করলেন। বোধিসত্ত্ব বললেন, মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভেবেছেন, আমার হাত-পায়ের প্রান্তে ক্ষান্তি আছে। কিন্তু আমার ক্ষান্তি সেখানে নেই। আরও গভীরতর স্থানে রয়েছে।

এরপর রাজা আদেশ দিলেন-এর নাক আর কান কেটে ফেল। ঘাতক তাই করলো। বোধিসত্ত্বের সর্বাঙ্গ রক্তস্নাত। রাজা আবার জিজ্ঞেস করলেন-এখন তুমি কোন বাদী?

বোধিসত্ত্ব আগের মতোই উত্তর করলেন- মহারাজ! আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভাববেন না যে ক্ষান্তি আমার নাক আর কানের গর্তের ভেতর রয়েছে। এটা আমার হৃদয়ের গভীরতম স্থানে গুপ্ত রয়েছে।

ভণ্ড জটাধারী, তুমি শুয়ে থেকে তোমার ক্ষান্তির স্পর্ধা করতে থাক। এ বলে রাজা বোধিসত্ত্বের বুকে লাথি মেরে চলে গেলেন।

রাজা সেখান থেকে চলে গেলে সেনাপতি বোধিসত্ত্বের কাছে বসে যথাসাধ্য তাঁর সেবা করতে লাগলেন। দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন অংশগুলোতে কাপড়ের পট্টি বেঁধে দিলেন। তাঁকে আস্তে আস্তে শুইয়ে দিলেন। বোধিসত্ত্বকে প্রণিপাত হয়ে প্রণাম করে বললেন-প্রভু, আপনাকে অত্যাচার করার জন্য যদি কারোর ওপর ক্রুদ্ধ হন তাহলে রাজার ওপরই ক্রুদ্ধ হোন, অন্য কারও ওপর ক্রুদ্ধ হবেন না। রাজার ক্ষতি হয় হোক, রাজ্যের যেন ক্ষতি না হয়।

বোধিসত্ত্ব বললেন, যিনি আমার হাত, পা, নাক, কান কেটে যন্ত্রণা দিয়েছেন সেই রাজা চিরজীবী হোন। আমাকে পীড়ন করলেও তাঁর প্রতি আমার ক্রোধ হবে না।

এদিকে রাজা উদ্যান থেকে বেরিয়ে বোধিসত্ত্বের দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেলেন। আর অমনি পৃথিবী পাতলা কাপড়ের মতো বিদীর্ণ হয়ে গর্ত হলো। সেই গর্ত থেকে অগ্নিশিখা বেরিয়ে এসে রাজাকে গ্রাস করে নিল। বোধিসত্ত্বও সেদিন উদ্যানের মধ্যে প্রাণত্যাগ করলেন। রাজপুরুষেরা এবং নাগরিকেরা তাঁর শেষকৃত্য সমাপন করলো।

উৎপীড়নকারী যত পরাক্রমশালী হোক না কেন ক্রোধকে যিনি জয় করেছেন তাঁর কাছে পরাজিত হতে হবেই।

উপদেশ ঃ ক্রোধ মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু।

সারসংক্ষেপ :

পুরাকালে বারাণসীতে কলাবুর রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব সম্পদশালী এক ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর নাম ছিল কুণ্ডল কুমার। পিতার মৃত্যুর পর তিনি বিপুল ধন সম্পত্তির অধিকারী হন। বোধিসত্ত্ব জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব বুঝতে পারলেন। তিনি দান পাওয়ার উপযোগী ব্যক্তিদের সমস্ত সম্পদ দান করে একদিন নিঃস্ব অবস্থায় হিমবন্তে চলে গেলেন। একদিন রাজা কলাবু সুরাপানে মত্ত হয়ে আনন্দ উৎসবের জন্য উদ্যানে এসে হাজির হলেন। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হলেন। বোধিসত্ত্ব তখন এক শাল গাছের মূলে বসে প্রব্রজ্যা সুখ উপভোগ করছিলেন। রাজাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রেখে সংগীত ও নৃত্য পরিবেশনকারীরা বাগানে ঘুরতে ঘুরতে বোধিসত্ত্বের সামনে কর জোড়ে এসে বসে পড়ল। বোধিসত্ত্ব তাদের ধর্মকথা শোনাতে লাগলেন। রাজা ঘুম থেকে জেগে উঠে কাউকে দেখতে না পেয়ে প্রচণ্ড রেগে গেলেন। জানতে পারলেন, সবাই এক তপস্বীর কাছে ধর্মকথা শ্রবণ করছে। রাজা খড়্গ হস্তে বোধিসত্ত্বের কাছে ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কোন মতাবলম্বী? বোধিসত্ত্ব উত্তরে বললেন, তিনি ক্ষান্তিবাদী। একথা শুনে রাজা ঘাতককে ডেকে একে একে বোধিসত্ত্বকে হাজার বার চাবুক মারলেন, হাত দুটো কেটে নিলেন, প্রচুর রক্তক্ষরণ সত্ত্বেও বোধিসত্ত্ব অবিচল থাকলেন। তারপরও বললেন তিনি ক্ষান্তিবাদী। তাঁর ক্ষান্তি হৃদয়ের গভীরতম স্থানে গুপ্ত রয়েছে। রাজা ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে গেলেন। রাজা চলে গেলে সেনাপতি এসে বোধিসত্ত্বের সেবা করতে লাগলেন। তিনি অত্যাচারী রাজার শান্তি কামনা করলেন। কিন্তু বোধিসত্ত্ব কারোর উপর কোনো ক্রোধ প্রকাশ করলেন না। অত্যাচারী রাজা বোধিসত্ত্বের দৃষ্টি পথের বাইরে যাওয়ার সাথে সাথে পৃথিবী ভেদ করে এক অগ্নিশিখা এসে রাজাকে গ্রাস করলো। বোধিসত্ত্বও সেদিন প্রাণত্যাগ করলেন। ক্রোধকে যিনি জয় করেছেন তাঁর কাছে সবাইকে পরাজিত হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬ :

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন

১. বোধিসত্ত্ব প্রতিটি জন্মে-
ক. টাকা-পয়সা খরচ করতেন
খ. কুশলকর্ম সম্পাদন করতেন
গ. মানুষের সাথে ঝগড়া করতেন
ঘ. প্রচুর নিদ্রা যেতেন

২. বোধিসত্ত্বের শরীরের রক্ত মুছে দিলেন-
ক. রাজা
খ. মন্ত্রী
গ. প্রজা
ঘ. সেনাপতি

উত্তরমালা : ১. খ, ২. ঘ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

রাজা বিক্রমাদিত্যের এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। তার নাম ছিল কালকূট। মন্ত্রী অত্যন্ত সৎ ও ন্যায়পরায়ন ছিলেন। তিনি রাজাকে সমস্ত রকম বিপদ-আপদ থেকে আগলে রাখতেন। এতে অন্যান্য অমাত্যরা খুব অখুশী। একদিন মন্ত্রী রাজা বিক্রমাদিত্যকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন।

প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন :

ক. জাতক শব্দের অর্থ কী?

খ. নৈতিক ও আদর্শ জীবন গঠনে জাতকের ভূমিকা কী?

গ. বর্ণিত গল্পটির সাথে কোন জাতকের মিল আছে? ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. "বিপদে বন্ধুর পরীক্ষা হয়"- উপদেশটি বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

চট্টগ্রামের চন্দনাইশ থানার বরকল ইউনিয়ন এলাকায় এক সময় সুপেয় পানীয় জলের খুব অভাব ঘটে। এলাকাবাসী নদী ও পুকুরের জল পানের কারণে নানা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে থাকে। এ সময় কিছু হাতুড়ে ডাক্তার ও ঔষধের দোকানদার নিজেদের ব্যবসার প্রসার ঘটাতে থাকে। এটি উপলব্ধি করে প্রমিত বড়ুয়া নামের এক কলেজ পড়ুয়া ছেলে একটি পরিকল্পনা করে। সে এলাকাবাসীকে সাথে নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে যোগাযোগ করে দ্রুত তিনটি নলকূপ বসানোর ব্যবস্থা করে। এতে এলাকাবাসীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হয় এবং তারা প্রমিত বড়ুয়ার প্রশংসা করে। এ প্রসঙ্গে প্রমিত বড়ুয়া বলে তার এরূপ বুদ্ধিমত্তার উৎস হলো জাতক।

ক. শীল মীমাংসা জাতক কী?

খ. 'ক্রোধ মানুষের বড় শত্রু'- যুক্তি দিন।

গ. প্রমিত বড়ুয়ার ভূমিকা জাতকের কোন চরিত্রের ইঙ্গিত দেয়? এর পরিচয় বর্ণনা কর।

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনার মর্মার্থ তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।